পাক্ষিক

আহমদী

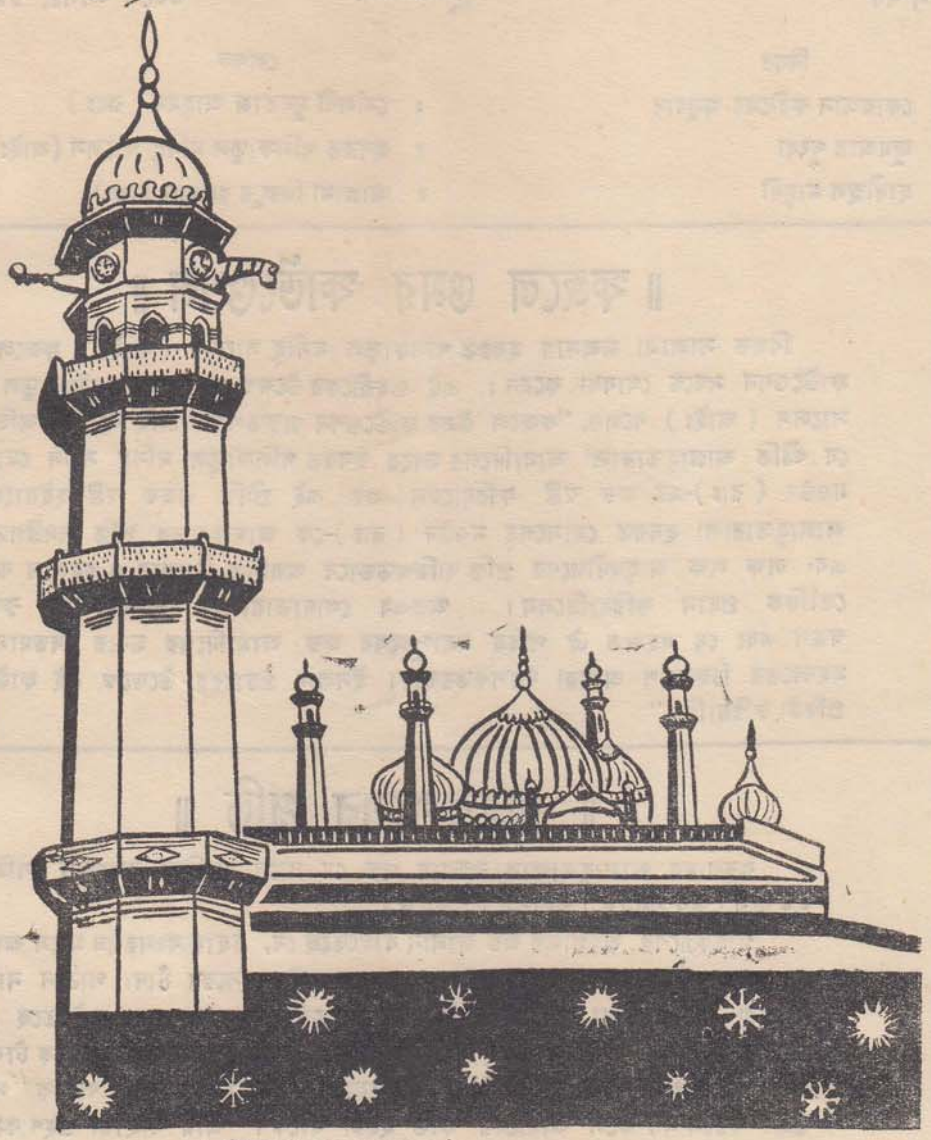

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৬

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২০শ বর্ষ

সূচীপত্র

৮ম সংখ্যা
৩০শে আগষ্ট, ১৯৬৬ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	১২৭
জুমআর খুৎবা	হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)	১২৯
হাদীসুল মাহ্‌দী	আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	১৩৪

॥ ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ—হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

॥ গ্রাহকগণের প্রতি ॥

করুণাময় আল্লাহ্‌তালার করুণায় গত মে মাসে পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকা ২০ বর্ষে [নব পর্যায়ে] পদার্পন করিয়াছে।

গ্রাহকগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, ইহার বৎসর মে মাসে আরম্ভ হয় এবং এপ্রিল মাসে শেষ হয়। অনেকে এই বৎসরের চাঁদা পাঠান নাই। যাঁহারা এখনও চাঁদা পাঠান নাই, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে; তাঁহারা যেন এই বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়া দেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে টাকার জন্য পত্র লিখা সম্ভব নয়। V. P. P. যোগে পাঠাইলে গ্রাহক অনেক সময় গ্রহণ করেন না, ফলে আমাদের ক্ষতি হইয়া থাকে। আর যাহারা গ্রহণ করেন তাহাদিগকে ৫৲ (পাঁচ টাকা) ছাড়াও V. P. P. খরচ দিতে হয়। ইহা তাহাদের অতিরিক্ত খরচ।

অতএব যাহারা আহ্‌মদী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক, তাঁহারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠাইয়া দিয়া বাধিত করিবেন। চাঁদা ম্যানেজার আহ্‌মদী; ৪নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—১ ঠিকানায় পাঠাইয়া দিবেন।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় :- ২০শ বর্ষ : ৩০শে আগষ্ট : ১৯৬৬ সন : ৮ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

২০শ রুকু

১৫৯ ॥ (হে মুহাম্মদ) তুমি বল : হে মানব ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী, যাঁহার আধিপত্য আকাশ মণ্ডলে এবং ধরাধামে। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা ঈমান আনয়ন কর

আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার প্রেরিত নিরক্ষর নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস পোষণ করেন আল্লার প্রতি ও তাহার বাক্যাবলীর প্রতি এবং তাহার অনুগমন কর; নিশ্চয় তোমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইবে।

১৬০। এবং মুসার জাতির মধ্যে একদল এমনও রহিয়াছে, যাহারা সত্যের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এবং সত্যের সহিত সুবিচার করে।

১৬১॥ এবং আমরা তাহাদিগকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করি (দ্বাদশ) উপজাতিরূপে এবং আমরা মুসার প্রতি, যখন সে তাহার জাতির জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, ওহী নাযিল করিয়াছিলাম যে, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা ঐ পাথরের উপর আঘাত কর। (যখন সে আঘাত করিল) তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বারটি ঝরণা প্রবাহিত হইল। প্রত্যেকে তাহারা নিজেদের ঘাট জানিয়া লইল, এবং আমরা তাহাদের উপর মেঘের দ্বারা ছায়া দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদের উপর মান্না ও সালওয়া খাদ্যরূপে) নাজিল করিয়াছিলাম (এবং বলিয়াছিলাম) তোমরা উত্তম বস্তু সমূহ ভক্ষণ কর, যাহা তোমাদিগকে আমরা দান করিয়াছি। এবং তাহারা (অবাধ্যতা করিয়া) আমাদের কোন ক্ষতি করে নাই, বরং তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করিয়াছে।

১৬২॥ এবং যখন তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল, তোমরা এই জনপদে বাস কর এবং উহার যে স্থান হইতে ইচ্ছা আহার কর এবং বল আমাদের (পাপের) ভার নামাইয়া দাও এবং নগর দ্বারে প্রবেশ কর অবনত মস্তকে, তাহা হইলেই আমরা তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করিব। নিশ্চয় সৎকর্মশীলদিগকে বর্ধিত করিব।

১৬৩॥ পরন্তু তাহাদিগকে যাহা বলা হইয়াছিল তাহাদের দুষ্টগণ তাহা পরিবর্তন করিয়া নিল। সুতরাং তাহাদের অপকর্মের দরুণ আকাশ হইতে তাহাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

★

'স্মরণ রাখিও, খোদাতালা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। সুতরাং নিশ্চয় জানিও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেমন আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ারও বিভিন্ন এলাকায় আসিবে। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি কেয়ামতের নমুনাস্বরূপ হইবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হইবে যে, রক্তের স্রোত প্রবাহিত হইবে। .....

সেইদিন সন্নিকটে এবং আমি উহাকে দ্বারদেশে উপস্থিত দেখিতেছি। তখন দুনিয়া কেয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করিবে। শুধু ভূমিকম্পই নয় বরং আরো ভীতিপূর্ণ বিপদাবলী প্রকটিত হইবে, কিছু আকাশ হইতে এবং কিছু ভূতল হইতে। ইহা এই জন্য হইবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং মনপ্রাণ ও শক্তি দিয়া পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হইয়াছে। যদি আমি না আসিতাম, তবে এই সকল বিপদ-রাশি আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত; পরন্তু আমার আগমনের সঙ্গে খোদাতা'লার ক্রোধের গোপন ইচ্ছা যাহা বহুদিন যাবৎ লুক্কায়িত ছিল তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন:—

"কোন সাবধানকারী প্রেরণ না করিয়া আমরা কখনো শাস্তি অবতীর্ণ করি না।" (কোরআন শরীফ)।

—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

॥ জুমআর খোৎবা ॥

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাকে শুভ-সংবাদ দিয়াছেন যে, কোরআনের প্রচারের পরিকল্পনা এবং সাময়িক ওয়াক্‌ফের আন্দোলনকে তিনি বহু কল্যাণ মণ্ডিত করিবেন এবং এই সমস্ত আন্দোলনের ফলে পবিত্র কোরআনের আলো বিশ্ব চরাচরকে ছাইয়া ফেলিবে (ইন্‌শাআল্লাহ্‌তায়ালা)।

তালীমুল কোরআন কোরআনের শিক্ষা দান অসিয়তের নিজামের সহিতও গভীর সম্বন্ধ রাখে। সুতরাং মুসি সাহেবগণের উপর কোরআনের আলো প্রকাশিত করার বিশেষ জিম্মাদারী রহিয়াছে।

প্রত্যেক আহ্‌মদী নিজের হৃদয়কে কোরআনের আলোয় এইভাবে আলোকিত করুন যেন দর্শকগণ তাঁহাদের চেহারার মধ্যে কেবল কোরআনের আলো দেখিতে পান।

তাশাহুদ ও তাআওউজ এবং সুরা ফাতেহা তেলায়াতের পর হুজুর বলেন ঃ—

প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পূর্বের কথা, তখনও আমি রাবওয়া হইতে বাহিরে ঘোড়া গলির দিকে যাই নাই, একদিন যখন আমি ঘুম হইতে জাগ্রত হইলাম তখন আমি নিজেকে গভীর দোয়ায় মগ্ন পাইলাম এবং জাগ্রত অবস্থায় আমি দেখিলাম, বিজলী চমকাইলে যেমন উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়া দেয়, তেমনি এক জ্যোতি প্রকাশিত হইল এবং উহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া ফেলিল। পুনঃরায় আমি দেখিলাম ঐ জ্যোতির একাংশ যেন জমাট বাঁধিতে লাগিল এবং পরে উহা বাক্যের রূপ-ধারণ করিল এবং উহা এক তেজঃপূর্ণ শব্দে আকাশ গুঞ্জরিত করিল, যাহা ঐ জ্যোতি হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল। এই শব্দটি ছিল ঃ—

بشرای لکم

অর্থাৎ—"সুভ-সংবাদ তোমাদের জন্য।"

ইহা একটি বড় রকমের শুভ-সংবাদ ছিল। কিন্তু ইহার প্রকাশের প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা ছিল এবং ইচ্ছ ছিল যে, যে জ্যোতিকে আমি পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতে দেখিয়াছিলাম এবং যাহা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করিয়া ছিল, উহার ব্যাখ্যাও যেন আল্লাহ্‌তায়ালা নিজ সান্নিধ্য হইতে আমায় বুঝাইয়া দেন। তদনুযায়ী আমার খোদা, যিনি বড়ই ফযল এবং রহম করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং আমাকে উহার ব্যাখ্যা জানাইয়া দেন। গত সোমবার দিন যখন আমি যোহরের নামায পড়িতে ছিলাম এবং তৃতীয় রাকাতে দণ্ডায়মান ছিলাম, তখন আমার মনে হইল যেন কোন অদৃশ্য শক্তি আমাকে তাঁহার আয়ত্তের মধ্যে লইয়াছেন এবং তখন আমার মনে হইল যে, যে জ্যোতি আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম উহা কোরআনের আলো, যাহা কোরআনের শিক্ষা প্রচার এবং সাময়িক ওয়াক্‌ফের মহা পরিকল্পনার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা এই

প্রচেষ্টা গুলিকে আশিস মণ্ডিত করিবেন এবং কোরআনের জ্যোতি ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিবে, যেভাবে সেই জ্যোতিকে আমি পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলাম।

فالحمد لله على ذالك

অর্থাৎ "উহার জন্য সব প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার।"

আল্লাহ্‌তায়ালা স্বয়ং কোরআন মজিদে, কোরআন এবং কোরআনী ওহীকে জ্যোতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে জানাইয়াছেন, 'তোমাকে যে জ্যোতি দেখান হইয়াছে, উহা এই জ্যোতি।"

পুঃনরায় আমি এই দিকেও মন-সংযোগ করিলাম যে, পবিত্র কোরআন শিখাইবার জন্য যে সাময়িক ওয়াক্‌ফের আন্দোলন জারী করা হইয়াছে, নিজামে অসিওতের সহিত উহার গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে।

এইজন্য আমি হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) প্রণীত আল-অসিয়ত পুস্তক গভীর মনোযোগ দিয়া পাঠ করায় বুঝিলাম যে, সত্য সত্যই এই তাহ্‌রীকের সহিত মুসি সাহেবানের গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। এখন আমি ইহার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে যাইতে চাহি না। বন্ধুগণের নিকট এখন আমি মাত্র একটি কথা বলিতে চাই। হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ) আল-অসিয়ত পুস্তিকার প্রারম্ভেই একটি মযমুন লিখিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষে যে সকল মুসি এই নিজামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবেন, তাহাদেরই বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, অসিয়ত করার পর তাহাদিগকে কি ভাবের মানুষ হইতে হইবে। হুজুর বলিয়াছেন, "তোমরা কিছুতেই খোদার সন্তুষ্টি লাভ করিতে পার না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের সন্তুষ্টি, নিজেদের ভোগস্পৃহা, নিজেদের ইজ্জত, নিজেদের ধন-সম্পদ এবং নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া এই পথে সেই সকল কষ্ট স্বীকার কর, যাহা তোমাদের সম্মুখে মৃত্যুর দৃশ্য আনিয়া দেয়। কিন্তু তোমরা যদি সেই সকল কষ্ট সহ্য কর (অর্থাৎ এই অসিয়তের নিজামে শামীল হইয়া উহার দাবীগুলি পূর্ণ কর), তবে অতি আদরের শিশু সন্তানের ন্যায় তোমরা খোদার ক্রোড়ে আসন পাইবে এবং তোমরা সেই সকল সাধুর উত্তরাধিকারী পদে অধিষ্ঠিত হইবে, যাহারা তোমাদের পূর্বে গত হইয়া গিয়াছে এবং সকল দানের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু অতি অল্পই আছে, যাহারা এইরূপ।"(— আল-অসিয়ত)।

"প্রত্যেক আশিসের দ্বার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত হইবে"— প্রকৃতপক্ষে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর একটি এলহামের অনুবাদ। আল্লাহ্‌তা'লা ইহা বেহেশ্‌তী মোকবেরা সম্বন্ধে নাযেল করিয়াছেন। হুজুর (আঃ) বলেন, "যেহেতু এই কবরস্থান সম্পর্কে আমি বড় বড় সুসংবাদ পাইয়াছি এবং খোদা কেবল ইহা বলেন নাই যে, ইহা বেহেশ্‌তী মোকবেরা, বরং ইহাও বলিয়াছেন যে, انزل فيها كل رحمة অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের অনুগ্রহ এই কবরস্থানের উপর অবতীর্ণ করা হইয়াছে এবং এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিগণ না পাইবেন এমন কোন রহমত নাই।" (আল-অসিয়ত।)

অতএব ওহি দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন, انزل فيها كل رحمة —এই কবরস্থানে সর্বপ্রকার রহমত নাযেল করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারাই ইহাতে সমাহিত হইবেন, যাঁহারা সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী। প্রশ্ন উঠে যে, মানুষ কখন এবং কি প্রকারে সমস্ত নেয়ামতের উত্তরাধিকারী হয়। আল্লাহ্‌তা'লা আর একটি এলহামে হযরত মসিহ্‌ মওউদ (আঃ)-কে বলিয়াছেন الخير كله فى القرآن —সমস্ত শুভ, পুণ্য এবং রহমতের আকর কোরআন করীমে নিহিত আছে এবং রহমতের এমন কোন উপকরণ নাই, যাহা কোরআনকে বর্জন করিয়া অপর কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

রহমতের সমস্ত উপকরণ মাত্র কোরআন হইতেই লাভ হইতে পারে।

অতএব তিনি বলিলেন, انزل فيها كل رحمة এই বেহেশ্‌তী মোকবেরায় তাহারা সমাহিত হইবে, যাহারা কোরআনের সমস্ত আশিসের উত্তরাধিকারী হইবে। কেননা, কোরআনের বাহিরে কোন বরকত নাই এবং উহা অপর কোন স্থানে লাভ হইতে পারে না। এই কারণে এই সমস্ত লোকের উপর সর্ব প্রকার নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআন, কোরআন শিক্ষা করা, কোরআনের আলোতে আলোকিত হওয়া, কোরআনের আশিস দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং কোরআনের অনুগ্রহও রাজির উত্তরাধিকারী হওয়ার সহিত মুসি সাহেবদের গভীর এবং স্থায়ী সম্পর্ক রহিয়াছে। এই প্রকারে কোরআন প্রচারের দায়িত্বও তাঁহাদের উপর বর্তায়। কারণ কোরআনের কোন কোন বরকত, কোরআন প্রচারের সহিত সংযুক্ত। কোরআনের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এখন সম্ভব নহে।

অতএব উপরুক্ত দুইটি ওহির দ্বারা আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে এই কথা বলিয়াছেন যে, মুসি প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি, যাঁহার উপর, আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহ, করুণা এবং এহসানের গুণে, সকল প্রকার নেয়ামত এই জন্য অবতীর্ণ হয় যে, তিনি সম্পূর্ণভাবে কোরআনের জোয়ালের নীচে আপন স্কন্ধ রাখিয়াছেন। তিনি এক মৃত্যু বরণ করেন এবং খোদার মধ্যে বিলীন হইয়া এক নবজীবন প্রাপ্ত হন এবং الخير كله فى القرآن ওহিটির জীবন্ত প্রতীক হন।

যেহেতু অসিয়ত অথবা অসিয়তের নেজাম অথবা মুসি সাহেবদের কোরআনের শিক্ষা প্রচার, ইহা শিক্ষা করা এবং ইহার শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে এক গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে, অতএব আমি ইহা ফয়সলা করিয়াছি যে, কোরআনের তালীম এবং ওয়াকফের তাহরীক দুইটিকে মুসি সাহেবদের তনজিমের সহিত সংযুক্ত করিয়া এই সকল কাজের ভার তাঁহাদের উপর ন্যাস্ত করা হউক।

সেই জন্য অদ্য আমি আল্লাহ্‌তা'লার নাম লইয়া এবং তাঁহার উপর ভরসা করিয়া মুসি সাহেবদের নূতন তনজিমের উদ্বোধন করিলাম। যে যে জামাতে মুসি আছেন, তাহাদের একটি মজলিশ কায়েম হওয়া চাই। এই মজলিস পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করিবেন। নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, জামাতি নিজামে অসিয়তের সেক্রেটারী হইবেন। প্রয়োজন বোধে পরে আমি এই পদের নাম পরিবর্তন করিয়া দিতে পারি; কিন্তু উপস্থিত নির্বাচিত প্রেসিডেন্টই অসিয়ত সেক্রেটারী হইবেন।

অসিয়ত করানো ছাড়া তাঁহার ইহাও কর্তব্য হইবে যে, কেন্দ্রের হেদায়েত অনুযায়ী তিনি মাঝে মাঝে মুসিদের এজলাস ডাকিবেন। সেই এজলাসে পরস্পর পরস্পরকে তাঁহাদের দায়ীত্ব স্মরণ করাইয়া দিবেন অর্থাৎ সেই জিম্মাদারীর বিষয়, যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা শুভ সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার সমস্ত ফযল, সমস্ত রহ্‌মত এবং সমস্ত নিয়ামতের ওয়ারিস তাঁহারাই।

প্রেসিডেন্ট সকল সময়ে তাহাদিগকে স্মরণ করাইতে থাকিবেন যে, যেহেতু সমস্ত কল্যাণ কোরআনে আছে, অতএব তাঁহারা যেন কোরআন করীমের জ্যোতি হইতে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহাদিগকে আরো জানাইবেন যে কোরআন করীমের জ্যোতির প্রচার করা, মুসিগণের ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে প্রথম এবং শেষ ফরয। তাঁহারা এই বিষয়ে নজর রাখিবেন যেন, সাময়িক ওয়াক্‌ফের স্কীমে অধিক সংখ্যায় মুসিগণ এবং তাহাদের তাহরীকে ঐ সকল লোকও অংশ গ্রহণ করে, যাহারা এখনও অসিয়ত করে নাই। তাহদের কর্তব্য হইবে, যেন তাহারা এই কাজ নিজঘর হইতে আরম্ভ করে। তাহাদের ঘরে

পুরুষ, মেয়ে, ছেলে, এবং তাহাদের অধীনস্থ এমন কোন ব্যক্তি যেন না থাকে, যে কোরআন পড়িতে না পারে। প্রথম দেখিয়া পড়া শিখাইতে হইবে, তৎপরে তর্জমা শিখাইতে হইবে, তৎপরে উহার ব্যাখ্যা, তৎপরে তত্ত্ব ও হিকমত শিখাইতে হইবে। পরে উক্ত জ্ঞানকে দাতাকর্ণের ন্যায় সকলের নিকট পৌঁছাইতে হইবে, যেন আমরা যে ফয়েয, বরকত এবং নিয়ামত লাভ করিয়াছি, উহা আমাদের অপরাপর ভাইরাও লাভ করিতে সক্ষম হয়। সাময়িক ওয়াকফের স্কীমে আমি প্রত্যেক বৎসর কমপক্ষে পাঁচ হাজার ওয়াকেফ চাই। ইহা না হইলে আমরা ঠিকরূপে জামাতের তরবিয়ত করিতে পারিব না। এই স্কীম ১৯৬৬ সালের মে মাস হইতে শুরু হইয়াছে। যেহেতু এ বৎসর, যাহা প্রথম বৎসর, শিক্ষক এবং ছাত্রদের ছুটির একাংশ ফুরাইয়া গিয়াছে, তবুও তাহারা চেষ্টা করিলে এই তাহরীকে এখনও অংশ লইতে পারে, অনুরূপভাবে আরো অনেক পেশাদার আছে, যাহাদের এখন অবকাশ হয়, যথা কোন কোন আদালত বন্ধ হওয়ায় সেখানে যে সমস্ত উকিল কাজ করেন, তাঁহারাও নিজেদের জীবনের কয়েকটি দিন কোরআনের জ্ঞান প্রচারের জন্য ওয়াকফ করিতে পারেন। সম্ভবতঃ প্রথম বৎসরে আমাদের ওয়াকেফ-গণের সংখ্যা পাঁচ হাজার পূর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহা পূর্ণ হইতেও পারে। সুতরাং এজন্য চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্‌তায়ালার কোন আইনে ইহা অসম্ভব বলিতে পারি না। সুতরাং আমরা সকলে বিশেষ করিয়া মুসি সাহেবান পূর্ণ প্রচেষ্টা করিবেন, যেন সাময়িক ওয়াকেফিনের সংখ্যা প্রথম বৎসরেই পাঁচ হাজারে গিয়া পৌঁছে এবং কোরআনের তালীমের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালান যায়। আমাদের মুসি সাহেবদের প্রথম কাজ ইহাই হইবে যে, তাহারা যেন আপন আপন গৃহে কোরআন করীমের তালীমের ইন্তেজাম করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সাময়িক ওয়াকিফিনের সংখ্যাকে, যাহাদের উপর কোরআন শরিফের শিক্ষা দেওয়ার কাজ ন্যস্ত করা হয়, পাঁচ হাজার পর্যন্ত পৌছাইতে চেষ্টা করিবেন। তাহাদের তৃতীয় কাজ হইল (আমীর অথবা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া) নিজ নিজ জামাতের নেগরানী করিয়া, তাহারা দেখিবেন যেন কেবল নিজেদের ঘরে নয় বরং জামাতের মধ্যে কোন পুরুষ এবং স্ত্রী এমন কেহ না থাকে, যে কোরআন পড়িতে পারে না। যদি কোন স্ত্রীলোক কোরআন পড়িতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে তরজমা শিখাইতে হইবে তেমনিভাবে যে সকল পুরুষ কোরআন পড়িতে পারে, তাহারা যেন তরজমা শিখে এবং কোরআনের জ্যোতি হইতে অংশ গ্রহণ করে এবং আহ্‌মদীয়াতের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল করে।

অনুরূপভাবে অসিয়তকারী ভগ্নীগণও প্রত্যেক জামাতে যেন নিজেদের পৃথক মজলিশ গঠন করে এবং উহাতে একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে, যাহার পদ ভাইস প্রেসিডেন্টের হইবে এবং তাহার কর্তব্য হইবে জামাতের সহিত সহযোগিতা করা এবং পুরুষ মুসিদের মজলিসের সহিত সহযোগিতা করা। মালি কোরবানী ব্যতীরেকে নিজামে অসিয়ত তাহাদের উপর যে রুহানী জিম্মাদারী ন্যস্ত করিয়াছে, উহা পালনে সচেষ্ট থাকিবে।

বন্ধুগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, অনেক স্থানে পুরুষের তুলনায় আমাদের আহ্‌মদী ভগ্নীগণ নাজেরা কোরআন পাঠ বেশী সংখ্যক জানে। ইহাতে আমাদের এক দিকে লজ্জা ও অপরদিকে আত্ম মর্যাদা বোধ জাগ্রত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ ইহাতে আল্লাহ্‌তালার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কারণ যে ঘরের মেয়েরা কোরআন করীম জানে, সেই ঘরের ছেলেদের সম্বন্ধে আমরা আশা পোষণ করিতে পারি যে, তাহারা উত্তম তরবিয়ত লাভ করিবে।

মোট কথা সেই জ্যোতির দৃশ্য হইতে, যাহা অমি সারা জগতে বিস্তৃত হইতে দেখিয়াছি, আমার ধারণা হইতেছে যে, কোরআন করীমের সাফল্যজনক প্রচার এবং ইসলামের বিজয় সম্বন্ধে কোরআন করীমে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর ওহি এবং বাণী সমুহে এবং হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)-এর এলহাম সমুহে যে সকল শুভ-সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্ণ হইবার সময় আগত প্রায়। অতএব আমি আমার বন্ধুগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই যে, প্রত্যেক আহ্মদী পুরুষ, নারী, বালক, যুবক এবং বৃদ্ধ যেন নিজেদের অন্তরকে কোরআনের আলোকে আলোকিত করেন। তাঁহারা যেন কোরআন শিখেন, কোরআন পড়েন এবং কোরআনের তত্ত্বজ্ঞানে নিজেদের অন্তরকে পূর্ণ করিয়া মুর্তিমান আলোকে পরিণত হন। তাঁহারা যেন কোরআন করীমের মধ্যে এমন ভাবে মগ্ন হইয়া যান, কোরআন করীমে এমন ভাবে তন্ময় হইয়া যান, কোরআন করিমে এমন ভাবে বিলীন হইয়া যান যে, দর্শকগণ তাহাদের মধ্যে শুধু কোরআনেরই জ্যোতি দেখে। ইহার পর তাঁহারা যেন নিজদিগকে শিক্ষক এবং গুরুরূপে সমস্ত জগতবাসীর হৃদয়কে কোরআনের আলোতে আলোকিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

হে খোদা। তুমি আপন ফযল দ্বারা এইরূপই কর। কারণ তোমার ফযল ব্যতীরেকে ইহা সম্ভব নহে।

হে জমিন এবং আসমানের জ্যোতি! তুমি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়া দাও, যেন দুনিয়ার পূর্বাংশ এবং দুনিয়ার পশ্চিমাংশ, দুনিয়ার দক্ষিণাংশ এবং দুনিয়ার উত্তরাংশ কোরআনের জ্যোতিতে সমুজ্জল হইয়া উঠে এবং সমস্ত শয়তানী অন্ধকার চিরতরে বিদুরিত হইয়া যায়।

এদিকেও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে, এই স্কীমগুলির সহিত ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশনেরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমার প্রথমে ইচ্ছা ছিল অদ্যকার খোৎবার মধ্যেই ঐ বিষয়টিকেও সংযুক্ত করিয়া বন্ধুগণের সম্মুখে আমার বক্তব্য বর্ণনা করিব। কিন্তু যেহেতু আজ গরম খুব বেশী এবং লম্বা খোৎবায় বন্ধুগণের কষ্ট হইবে, সুতরাং সেই সম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিব না। আল্লাহ্তা'লা আয়ু এবং সুযোগ দিলে, ইন্শাল্লাহ্, আগামী জুমআর দিনে আমি ফযলে ওমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে বন্ধুগণের নিকট আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।

যাহা হউক আমাদিগকে সর্বদা এই দোয়া করিতে হইবে, খোদা যেন আমাদিগকে সেই সত্যকার সৌভাগ্য দান করেন, যাহাতে আমরা কোরআনের জ্যোতির মধ্যে এভাবে তন্ময় হইয়া যাই যে, আমাদের মধ্য হইতে কোরআনের জ্যোতি ছাড়া যেন আর কিছুই দেখা না যায়। আমীন!

অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ

★

॥ হাদিসুল মাহ্‌দী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها -

"এমন কি, একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু হইতে উৎকৃষ্ট হইবে"

হাদীসের এই কথাটির কি মর্ম মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব গ্রহণ করেন, তাহা আমি জানি না। মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এ সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই।

একটি সেজদা যে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য হইতে উৎকৃষ্ট এবং সব সময়ই উৎকৃষ্ট তাহা কোন ইমানদার মোসলমান অস্বীকার করিবে না। যে-সেজদা মানুষের সীমাহীন জীবনকে অনন্ত সুখের ও গৌরবের অধিকারী করিয়া দেয়, সেই সেজদার মূল্য যে কত, তাহার সঙ্গে যে পার্থিব ঐশ্বর্যের কোন তুলনাই হইতে পারে না, প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তিই ইহা বুঝিতে পারেন।

پس از سی سال این معنی
محقق شد بخاقانی
که یکدم با خدا بودن
به از تخت سلیمانی

অবশ্য ধর্ম নিয়ে যাহারা ব্যবসা করেন আমি তাহাদের কথা বলিতেছি না। তাঁহারা সেজদার এই মূল্য নাও বুঝিতে পারেন, কিন্তু এখানে চিন্তা করিবার বিষয় হইতেছে এই যে, আখেরী জমানায় প্রতিশ্রুত মসিহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবের সঙ্গে এই কথার সম্পর্ক কি?

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জমানায় বা খুলাফায়ে-রাসেদিনের জমানায় কি প্রকৃত সেজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে অধিকতর মূল্যবান বা উৎকৃষ্ট ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। তাহা হইলে এই কথার অর্থ কি?

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আল্লার প্রকৃত এবাদত সেই সময় দুনিয়া হইতে উঠিয়া যাইবে, প্রকৃত সেজদা দুনিয়াতে আর বাকী থাকিবে না। আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন, "মানবের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের শুধু নাম ব্যতিরেকে আর কিছুই বাকী থাকিবে না, কোরআনের শিক্ষার কতকগুলি বাহ্যিক রছুমাত ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকিবে না, মসজিদ গুলি খুব আবাদ হইবে; কিন্তু উহাতে প্রকৃত হেদায়েত থাকিবে না, তখনকার আলেমগণ আকাশের নীচে সকল প্রাণী হইতে নিকৃষ্টতম হইবে।"

সুতরাং এই রকম জমানাতে যখন মসিহে মওউদ (আঃ) আগমন করিয়া প্রকৃত এবাদত দুনিয়াতে কায়েম করিবেন তখন আবার আল্লার প্রতি প্রকৃত সেজদা দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই সেজদার মূল্য দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য হইতে অধিক।

ধর্ম-ব্যবসায়ী মোল্লা-মৌলবী ও মুরীদ-ব্যবসায়ী পীর পুরোহীতদের রছমী ও লোক-দেখান এবাদত দেখিয়া এবাদতের প্রতি দুনিয়ার যে অভক্তি ও বিত-শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইবে প্রতিশ্রুত মসিহ্ (আঃ) আসিয়া তাহা দূর করিয়া দিবেন। এবাদতের প্রকৃত মূল্য, সেজদার প্রকৃত তাৎপর্য্য মসিহে মওউদ (আঃ) আসিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

বস্তুতঃ, কাদীয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আসিয়া এইরূপ করিয়াছেন। যাঁহারা সেজদার এই উপলব্ধি হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) হইতে লাভ করিয়াছেন তাঁহারাই আজ দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-সম্মান, ধন-ঐশ্বর্য্য ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লার প্রকৃত সেজদায় ঝুকিয়া পড়িয়াছেন—একটি সেজদায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া দিতে লুটাইয়া পড়িয়াছেন।

হযরত আবুহুরায়রা
ও
হাদীস নজুলুল মসিহ

আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করিয়া হযরত আবু-হুরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

"অতএব তোমরা এখন ইচ্ছা করিলে এই আয়াত পাঠ করিতে পার" ঃ—

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته -

"প্রত্যেক আহলে-কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্বে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর এই কথা হইতে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব মনে করিয়াছেন যে, প্রত্যেক আহলে-কিতাব ইসা (আঃ) আসমান হইতে নামিয়া আসিলে পর তাঁহার উপর ইমান আনিবে। কিন্তু ইহা মৌলানা সাহেবের মস্ত বড় ভুল। কারণ, প্রথমতঃ এই আয়াতে হযরত ইসা (আঃ)-এর জীবিত থাকার কোন কথা নাই। 'ইহারা বিশ্বাস করিবে তাহার মৃত্যুর পূর্বে"—এস্থলে "তাহার মৃত্যুর" পূর্বে বলিতে ইসা (আঃ)-এর মৃত্যু বুঝিলে স্বীকার করিতে হয় যে, হযরত ইসা (আঃ)-এর জমানা হইতে আরম্ভ করিয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কল্পিত তাঁহার পুনরাগমন পর্যন্ত সমস্ত আহলে-কিতাব ইসা (আঃ)-এর উপর ইমান আনিবে এবং কোন আহলে-কিতাবই ইসা (আঃ)-এর উপর ইমান না আনিয়া মরিতে পারিবে না। অথচ আজ পর্য্যন্ত বহু আহলে-কিতাব হযরত ইসা (আঃ)-এর উপর ইমান না আনিয়াই মরিতেছে। সেই জমানার সমস্ত আহলে-কিতাব ইমান আনিবে বলিয়া কেহ কেহ অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপ অর্থ করাও মস্ত বড় ভুল, কারণ, আলোচ্য আয়াতের কয়েকটি আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন—فلا يؤمنون الا قليلا —'ঈহুদীদের অতি অল্প লোকেই ইমান আনিবে"। সুতরাং কোন সময় সমস্ত আহলেকিতাব ইমান আনিবে—এই কথা কোরান শরীফের এই আয়াতেরও বিরোধী এবং এই মর্মের আরও আয়াত আছে যে, কেয়ামত পর্য্যন্ত ঈহুদী ও নাছারা বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং সমস্ত আহলে-কিতাব ইমান আনিবে—আলোচ্য আয়াতের এই অর্থ কিছুতেই সহী হইতে পারে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এরূপ হাস্যকর অর্থ করিয়া আমাদিগকে কোরান শরীফের উক্ত আয়াতটি পাঠ করিতে বলিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ হইল—"প্রত্যেক আহলে কিতাব ইহা বিশ্বাস করিবে, অর্থাৎ ইসা (আঃ)-কে মারিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবে "তাহার মৃত্যুর" পূর্বে, অর্থাৎ তাহার নিজের মৃত্যুর পূর্বে।" অর্থাৎ প্রত্যেক আহলে-কিতাব মৃত্যু পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস রাখিবে যে, তাহারা ইসাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কথার উদ্দেশ্য ইহাই হইতে পারে যে, তিনি উম্মতে-মোহাম্মদীয়াতে প্রতিশ্রুত মসিহের আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করিয়া উম্মতে-মোহাম্মদীয়াকে ঈহুদীদের এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, যখন তাহাদের কাছে তাহাদের মসিহ্ আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল এবং মোসলমানদিগকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য বলিয়াছেন যে, দেখ প্রত্যেক ইহুদী মনে করিতেছে যে, তাহারা ইসা (আঃ)-কে মারিয়া ফেলিয়াছে—এমনই নির্য্যাতন তাহারা করিয়াছিল। তোমাদের মধ্যেও মসিহ্ আগমন করিবেন, তোমাদের জন্যও ইহুদী সদৃশ হইবার আশঙ্কা-পূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী আছে, সাবধান।

সার কথা

আলোচ্য হাদীসের প্রতি একটু তলাইয়া দেখিলে কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর দাবীর সত্যতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

I. মোসলমানদের বর্ত্তমান দুরবস্থা এই জমানাকেই মসিহে মওউদের জমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

II. মোসলমানদের মধ্যে পরস্পর মত-বৈষম্য খাঁটি ইসলামকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। তাই প্রকৃত ইসলামের সন্ধান দিবার জন্য খোদার তরফ হইতে মীমাংসাকারী "হাকাম" "আদাল" মসিহে মওউদ আসিবার নির্ধারিত সময় যে আমাদের এই জমানা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন উপায় নাই।

III. সলিবী ধর্মের, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাব ইসলামের প্রভাবকে ক্ষুন্ন করিয়াছে, ইস্‌লামী শক্তি ও কৃষ্টিকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, ক্রুশ ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিশ্রুত মসিহ্ আসিবার ইহাই নির্ধারিত সময়।

এই রকম অবস্থায় আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দেমাস্ক—তথা আরবের—পূর্বদিকে, ভারতে-অবস্থিত, হাদীসে—বর্ণিত 'কাদেয়া' বস্তিতে, হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর এক গোলাম, 'আহ্‌মদ' নামে, প্রতিশ্রুত মসিহ্ হইবার দাবী আল্লার তরফ হইতে ওহি প্রাপ্ত হইয়া ঘোষণা করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্‌র আদেশে ইস্‌লাম উদ্ধারের জয়-পতাকা হাতে করিয়া সলিবী ধর্মের ধ্বংস-প্রাপ্ত স্তূপের উপর ইস্‌লামী সৌধের নূতন ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দেখিয়া কোন বুদ্ধিমানই তাঁহার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারেন না।

IV. আঁ-হযরত (সাঃ)-এর গৌরবময় মহিমার উপর কতকগুলি শূকর প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোককে নির্মমভাবে আক্রমন করিতে দেখিয়া অলৌকিক অস্ত্রে ঐশীশক্তির প্রভাবে তিনি ইহাদের বধ সাধন করিয়াছেন, ইহাতেও তাঁহার দাবীর সত্যতা অখণ্ডনীয় ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

V. ধর্মের জন্য যুদ্ধ করা নিষেধ করিয়া দিয়া সমর কর উঠাইয়া দিয়াছেন।

VI. ধর্ম-পিপাসুদিগকে আল্লাহ্‌র ঘর হইতে এত ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন যে, কেহই তাহার সম্যক গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। আবার বিরুদ্ধবাদীদিগকে প্রচুর অর্থ দান করিবার সর্ত্তে মোকাবেলাতে আহ্বান করিয়াছেন, কিন্তু কেহই এই অর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে না। ইহাতেও তাঁহার দাবীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

VII. যে জমানাতে সেজদার প্রকৃত স্বরূপ অন্তর্হিত হইয়া পড়িয়াছিল, আন্তরিকতা বিহীন হইয়া বাহ্য রসুমে পরিণত হইয়াছিল, এই রকম জমানাতে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) আসিয়া সেজদার প্রকৃত মূল্য যে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য হইতে অধিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

অতএব ইমানের বীজ যাহাদের হৃদয় হইতে একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই, যাহাদের আধ্যাত্মিক দর্শন-শক্তি একটুও বাকী আছে, তাহাদের পক্ষে এই

হাদীসের আলোতে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে চিনিয়া লওয়া একটুও কঠিন নহে। সুতরাং চিন্তাশীল পাঠকমাত্রই আলোচ্য হাদীসের প্রত্যেকটি কথা দ্বারাই কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

২নং হাদীস

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مريم حكما عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد (رواه مسلم)

"হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আল্লার কছম, নিশ্চয়ই ইবনে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক মিমাংসাকারীরূপে আসিবেন; ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, অর্থাৎ খ্রীষ্টান ধর্মের হওয়া প্রচার করিবেন; শূকর (শূকর প্রকৃতির লোক) হত্যা করিবেন; জিজিয়া উঠাইয়া দিবেন। উষ্ট্রগুলি পরিত্যাগ করা হইবে, ইহাদের উপর বসিয়া আর দ্রুত গমন করা হইবে না; পরস্পরের মধ্য হইতে দ্বেষ-হিংসা দূর হইয়া যাইবে; তিনি মালের দিকে আহ্বান করিবেন, কিন্তু কেহই উহা গ্রহণ করিবেন না।" (মুসলিম)।

এই হাদীসটি ১নং হাদীসের অন্য রেওয়ায়েত। এই হাদীসের 'ইবনে মরিয়ম', 'নজোল', 'শূকরবধ', 'জিজিয়া উঠাইয়া দেওয়া' এবং 'মাল বিতরণ' এই সব কথার প্রকৃত অর্থ ১নং হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এখানে ইহার পুনরোক্তি নিষ্প্রয়োজন।

তবে এই হাদীসে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব 'লাইয়ান্‌জেলান্না' শব্দের যে অনুবাদ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে একটু বলা আবশ্যক। 'লাইয়ান্‌জেলান্না' শব্দের অর্থ—"নিশ্চয় অবতীর্ণ হইবেন", "আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন" নহে। আসমান হইতে নামিয়া আসার কথা মৌলানা সাহেব কোথায় পাইলেন? আসমান বুঝায়, এমন কোন কথা হাদীসে না থাকা সত্ত্বেও নিজের কথা ঢুকাইয়া দিয়া মৌলানা সাহেব অনর্থক জনসাধারণকে বিপথগামী করিবার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

পূর্ববর্ত্তী হাদিসের ব্যাখ্যায় দেখাইয়া আসিয়াছি যে, "নজোল" শব্দের অর্থ সব সময়ই 'উপর হইতে বা আসমান হইতে 'নামা' হয় না; অতএব 'নজোল শব্দ হইতে 'আসমান' বুঝিবারও মৌলানা সাহেবের কোন কারণ নাই। এই হাদীসের তরজমায় 'আসমান হইতে নামিয়া আসা' অর্থ করা ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।

وليتركن القلاص فلا يسعى عليها -

"উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে"

এই হাদীসের "উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইবে, ইহাদের উপর চড়িয়া আর কেহ দ্রুত গমন করিবে না" এই কথাটুকু ১নং হাদীসে নাই।

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী, যাহা প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তিনি করিয়াছিলেন, তাহা কি সুন্দর ভাবেই আমাদের এই জমানায় পূর্ণ হইয়া, এক দিক দিয়া অমোসলমানদের জন্য হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আর এক দিক দিয়া সমস্ত মুস্‌লিম জগতকে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতার দিকে আহ্বান করিতেছে। আমাদের এই জমানাতেই উষ্ট্র হইতে অধিকতর দ্রুতগামী যানাদি বাহির হওয়ার ফলে উষ্ট্র পরিত্যক্ত হইয়াছে; রেলগাড়ি, মোটর ইত্যাদি উষ্ট্রের স্থান অধিকার করিয়াছে, বিশেষতঃ উষ্ট্র-প্রধান আরবদেশেও।

ইহা দেখিয়াও যে মৌলানা সাহেবান এই পরিষ্কার সত্য কথাটা স্বীকার করিতেছে না যে,

আমাদের এই জামানাই মসিহে মওউদের আগমনের নির্ধারিত জমানা, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

والتذهبن الشحناء

"পরস্পর মধ্য হইতে শত্রুতা ও দ্বেষ দূর হইয়া যাইবে"

রসুলে করীম (সাঃ)-এর এই পবিত্র বাক্যটিও আহ্‌মদী জমাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। বস্তুতঃ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর ইসলামের জয়-যাত্রায় যাঁহারা তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়াছেন, ভ্রাতৃবন্ধনে তাঁহারা যে-ভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা, কোন শত্রুও অস্বীকার করিতে পারে না। পরস্পরের মধ্য হইতে দ্বেষ-হিংসা পরিহার করিয়া তাহারা যে-ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছেন তাহা দেখিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সাহাবীদের কথাই মনে পড়ে। তাই এই অল্প সংখ্যক আহ্‌মদী আজ দুনিয়ার কোণায় কোণায় ইসলাম-প্রচারের সাড়া ফেলিয়াছে। আহ্‌মদীয়া সঙ্ঘের প্রচার-আন্দোলনের ফলে আজ ধর্ম-জগৎ যে-ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে তাহা নবীদের জমানা ছাড়া আর কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩নং হাদীস

عن النبى صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا او معتمرا

"নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে-খোদার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, আমি সেই খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি, ইব্‌নে-মরিয়ম 'ফজ্জে রৌহা' নামক স্থানে, হজ্জ কিংবা ওম্‌রা করিবার জন্য এহ্‌রাম বাঁধিবেন।"

এই হাদীসটি মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব কি মনে করিয়া পেশ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। কারণ ইসলামী শরীয়তের সাধারণ নিয়ম বা বিধি-ব্যবস্থা যাহারা অবগত আছেন তাহারা জানেন যে, 'ফজ্জে রৌহা' এহ্‌রাম বাঁধিবার নির্ধারিত স্থান নয়। হজ্জ বা ওমরার জন্য এহ্‌রাম বাঁধিবার স্থানকে ইস্‌লামী শরীয়তে 'মীকাত' ميقات বলা হয়। চতুর্দিক হইতে যাহারা হজ্জ বা ওম্‌রা করিবার নিয়ত করিয়া মক্কা শরীফের দিকে যাত্রা করেন, তাহাদের জন্য শরিয়তে ব্যবস্থা আছে, বিভিন্ন চতুর্দিকের লোক বিভিন্ন চারিটি নির্ধারিত স্থানে যাইয়া এহরাম বাঁধিবে।

عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل النجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دون هن فمهله من اهله وكذالك حتى اهل مكة يهلون منها (متفق عليه)

"হযরত রসুলে করীম (সাঃ) মদিনাবাসীদের জন্য 'জুলহুলায়ফা' নামক স্থানকে, শামবাসীদের জন্য 'জুহ্‌ফা' নামক স্থানকে, নজ্‌দ্‌বাসীদের জন্য 'করনুল-মানাজেল' নামক স্থানকে এবং 'এমন' বাসীদের জন্য 'ইয়লম্‌লম্‌' নামক স্থানকে 'এহরাম' বাঁধিবার জন্য নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের দিক্‌ হইতে যাহারা আসে তাঁহাদের জন্যও এই স্থানগুলিকেই নির্ধারিত করিয়াছেন। আর যাঁহারা এই স্থানগুলির ভিতরের দিক হইতে আসেন তাঁহাদের জন্য এহরাম বাঁধিবার স্থান তাঁহাদের নিজ বাসস্থান; এমন কি, মক্কাবাসিগণ মক্কা হইতেই এহ্‌রাম বাঁধিবেন।" (বুখারী ও মোস্‌লেম)

অতএব হযরত ইসা (আঃ) সম্বন্ধে যদি আঁ-হযরতের শরীয়তের অধীন হইয়া আসার কথা, মৌলানা সাহেব স্বীকার করেন, তাহা হইলে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর

ব্যবস্থার বরখেলাফ "ফজ্জে রৌহা" নামক স্থানে তিনি এহরাম বাধিবেন কি করিয়া ?

অতএব এই হাদীস সহী হওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

সমস্ত মুসলিম জগতের অবিসম্বাদিত আকীদার বরখেলাফ কথা যে হাদীসে আছে, সেইরূপ একটি হাদীসকে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব দলীল স্বরূপ পেশ করিলেন কেন ?

ইহা কি 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' প্রবাদ বাক্যটির অভিব্যক্তি ? অথবা 'যেন তেন প্রকারে' বহস করিবার অন্ধ প্রয়াস ?

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসকে সহী বলিয়া লইলেও ইহার এমন অর্থ সহী হইতে পারে না যাহা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তের বিরুদ্ধে যায়। অতএব এই হাদীসের অর্থ করিতে নিম্নলিখিত হাদীস দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্থ করিলে আর কোন গোলমালই থাকে না। এল্‌মে তাসাওউফের বিখ্যাত কিতাব 'তাআররুফ' تعرف এর ব্যাখ্যা 'সরহে তাআররুফ' নামক কিতাবে আবু ইব্রাহীম ইস্‌মাইল ইব্‌নে মোহাম্মদ ইবনে মুস্তালমী লিখিয়াছেন ঃ—

قال ابو موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه مر بالصخرة من الروحاء سبعون نبيا حفاة عليهم العباء يؤمون البيت العتيق (شرح تعرف ص٨)

"আবু মুসা বলিয়াছেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমি ৭০ জন নবীকে রৌহা নামক স্থানে এক প্রস্তরময় উচ্চ ভূমিতে নগ্নপদে আবা গায়ে কাবা শরীফের দিকে যাইতে দেখিয়াছি।" (সরহে তাআর্‌রুফ, ৭ পৃঃ)

নিম্নলিখিত হাদীস দ্বারাও মুসলিম শরীফের আলোচ্য হাদীসের মর্ম উদঘাটিত হইতে পারে। তাহা এই ঃ—

عن ابن عباس قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فقال اى واد هذا فقالوا واد الازرق قال كانى انظر الى موسى فذكر من لونه و شعره شيئا واضعا اصبعيه فى أذنيه جوارا الى الله بالتلبية مارا بهذا الوادى فقال ثم سرنا حتى اتينا على ثنية فقال اى الثنية هذه فقال هرشى فقال انى انظر على يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا بهذا الوادى ملبيا (مشكوة بحواله مسلم)

"হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একদিন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গে মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তি স্থানে গেলাম। এক উপত্যকা ভূমি দিয়া আমরা যাইতেছি, এমন সময় হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, এইটা কোন উপত্যকা ? সঙ্গীরা বলিলেন, 'আরজক্' উপত্যকা ; হযরত বলিলেন, আমি যেন মুসা (আঃ)-কে দেখিতেছি, অতঃপর হযরত তাঁহার বর্ণ ও কেশগুলি সম্বন্ধে কতক বর্ণনা দিয়া পুনরায় বলিলেন, তিনি দুই কর্ণে অঙ্গুলি রাখিয়া 'লাব্বাইকা'—অর্থাৎ এহরামের দোয়া পাঠ করিতেছেন। তারপর আমরা আরও কতদূর অগ্রসর হইলাম। একটি টিলার নিকট উপস্থিত হইলে হযরত জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন্ টিলা ? সঙ্গিগণ উত্তর করিলেন, ইহা 'হারসী'। তখন হযরত বলিলেন, আমি যেন ইউনুস (আঃ) কে দেখিতেছি, তিনি একটা লালবর্ণের উটনীর উপর সওয়ার ও একটি পশমী জোব্বা পরিহিত অবস্থায় এহ্‌রামের দোওয়া পাঠ করিতে করিতে চলিতেছেন।"

উপরোক্ত হাদীস দুইটিতে যেমন আঁ-হযরত (সাঃ) বিভিন্ন নবীদিগকে 'কাশ্‌ফ্'-এর অবস্থায় এহ্‌রামের দোওয়া পাঠ করিতে দেখিয়াছিলেন, তদ্রূপ আলোচ্য হাদীসেও আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত ইসা (আঃ)-কে 'কাশ্‌ফ্-এর অবস্থায় এহ্‌রাম বাঁধিতে ফজ্জেরৌহা নামক

স্থানে দেখিয়াছেন। এইরূপ অর্থ করিলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। হযরত ইসা (আঃ)-কেও দ্বিতীয় আগমনে শরীয়তে ইস্‌লামের বরখেলাফ আমলকারী বলিতে হয় না এবং এই হেতু হাদীসকে সহী নয় বলিয়া বাদ দিতে হয় না। বিশেষতঃ এই হাদীসে হযরত ইসা (আঃ)-এর আসমান হইতে নামিয়া আসিয়া 'ফজ্জেরৌহা' নামক স্থানে এহ্‌রাম বাঁধিবার কথা নাই। সুতরাং আলোচ্য হাদীসে ليهلن শব্দের অর্থ করিতে হইবে—'এহ্‌রাম বাঁধিতেছেন", যেমন কোরাণ শরীফে ليبطئن শব্দের অর্থ "দেরী করিতেছে" করিতে হয়।

৪নং হাদীস

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ليس بينى و بينه نبى و انه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه رجل مربوع الى الحمرة و البياض بين ممصرتين كان رأسه يقطر و ان لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الاسلام فيدق الصليب و يقتل الخنزير و يضع الجزية و يهلك الله فى زمنه الملل كلها الا الاسلام و تقع الامنة فى الارض حتى ترتع الاسود مع الابل و تلعب الصبيان با لحيات -

"আবুহুরায়রা" রাওয়ায়েত করিয়াছেন যে, হযরত রসুলে করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আমার মধ্যে আর তাঁহার মধ্যে আর কোন নবী নাই এবং তিনি নাজিল হইবেন। তোমরা যখন তাঁহাকে দেখিবে, তখন তাঁহাকে চিনিয়া লইও; তিনি মধ্যম আকৃতির পুরুষ, লালাভ সাদা বর্ণ, অর্থাৎ গন্দমী রং-বিশিষ্ট, দুইটি জরদা রঙ্গের চাদর পরিহিত তাঁহার কেশগুলি এমন চক্‌চকে যেন উহা হইতে জল বিন্দু নির্গত হইতেছে; বিনা জলেই এরূপ দেখাইবে। তিনি ইস্‌লামের জন্য লোকের সহিত সংগ্রাম করিবেন, শূকর বধ করিবেন, জিজিয়া কর উঠাইয়া দিবেন, তাঁহার জমানায় আল্লাহ্‌তালা ইস্‌লাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম-সমূহকে ধ্বংস করিয়া দিবেন, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হইবে, বাঘ ও উট এক সঙ্গে বিচরণ করিবে, এবং সর্পের সঙ্গে বালকেরা খেলা করিবে।"

এই হাদীসেও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব ينزل শব্দের অর্থ "আসমান হইতে নামিয়া আসিবেন" করিয়াছেন, অথচ 'আসমান হইতে নামিয়া আসা' বুঝায় এমন কোন শব্দ এই হাদীসে নাই। এইরূপ তহরীফ যেন মৌলানা সাহেবের মজ্জাগত হইয়াছে। বুখারী শরীফের এক সহী হাদীসে বর্ণিত আছে, প্রতিশ্রুত মসিহ গন্দমী বর্ণের হইবেন, তাই মৌলানা সাহেব এ হাদীসে "গন্দমী হইতে পারে" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাদা লালাভ বলিতে গন্দমী বর্ণ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কাদিয়ানে আবির্ভূত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও এই বর্ণেরই ছিলেন।

মসিহে মওউদ (আঃ)-এর "কেশগুলি চক্‌চকে যেন সদ্য ভিজা কেশ হইতে জল বিন্দু নির্গত হইতেছে," এই কথা বুখারী শরীফের হাদীসে رجل الشعر "চুলগুলি যেন চীরুণী করা" কথার অনুরূপ।

বাস্তবিক কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহ মওউদ (আঃ) গন্দমী বর্ণের এবং সোজা চক্‌চকে কেশ-বিশিষ্ট উপরোক্ত দুইটি হাদীসের সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিলেন। কিন্তু ইমাম বুখারী তাঁহার সহী বুখারীতে বনি-ইস্রায়ীলের মসিহ্‌ সম্বন্ধে যে-হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইস্রায়িলী মসিহকে جعد احمر "লাল বর্ণ, কোঁকড়ান কেশ-বিশিষ্ট" বলিয়া, উম্মতে মোহম্মদীয়ায় আগমনকারী মসিহকে বনি ইস্রায়ীলের মসিহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। লালবর্ণ-কোঁকড়ান চুল-বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং গন্দমী বর্ণ, সোজা চীরুণী করা চক্‌চকে চুল-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একই ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যে-সমস্ত এলোমেলো

কথা-বার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য বটে।

উট ও ব্যাঘ্র একত্র বিচরণ করিবে, ছোট ছোট ছেলেরা সাপের সহিত খেলা করিবে—এই দুইটী কথা দ্বারা শান্তির যুগ বুঝায়। অর্থাৎ মসিহে মওউদের জমানা এক শান্তির জমানা হইবে। সাধারণ কথায় বলে, অমুক রাজ্যে বাঘে-ছাগলে এক ঘাটে পানি খায়।

আমাদের এই জমানায় সমস্ত দুনিয়া ব্যাপিয়া ব্যক্তিগত শান্তি যে-ভাবে বিরাজ করিতেছে তাহা পূর্বের লোকে কল্পনাই করিতে পারিত না। আজ একটি ক্ষুদ্র বালক দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া যায়, কিন্তু কেহই তাহার কোন ক্ষতি অনায়াসে করিতে পারে না। পূর্বেকার লোক দল বা কাফেলা বাঁধিয়া ছাড়া চলিতে পারিত না। বস্তুতঃ শাসন-পদ্ধতি আজকাল অনেক উন্নতি করিয়াছে এবং উন্নতির উপকরণগুলিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বাহ্যিকভাবেও আমাদের এই জমানায় হাদীসে-বর্ণিত 'বাঘে উটে একত্র বিচরণ করা' পূর্ণ হইয়াছে, যাহারা সার্কাস ইত্যাদি দেখিয়াছেন তাহাদের কাছে একথা অবিদিত নাই।

সুতরাং এই হাদীস অনুসারে আমাদের এই জমানাই যে মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জমানা, তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এইখানে আসিয়া আবার তাঁহার বিদ্যার হাঁড়ি হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন।

ترتع الاسود مع الابل

এইখানে اسود শব্দটি اسد এর বহুবচন। اسد শব্দের অর্থ ব্যাঘ্র। মৌলানা সাহেব ইহাকে 'اسود কাল সর্প' মনে করিয়াছেন। তাঁহার মস্তিষ্কে এত টুকু কথাও আসিল না যে, ترتع শব্দের অর্থ 'বিচরণ করে' ইহা কাল সর্পের ক্রিয়া হইতে পারে না। আরবী ভাষায় যাহাদের সামান্য জ্ঞানও আছে তাঁহারাও জানেন যে, ترتع শব্দটা চতুষ্পদ জন্তুর জন্যই ব্যবহার হয়। মৌলানা সাহেব! এইরকম বিদ্যা লইয়া হাদীসের কিতাব ঘাটাঘাটি করিলে বিদ্যার অবমাননা হয়।

এই হাদীসের আর একটি কথা এই যে, তাঁহার জমানায় "আল্লাহ্‌তা'লা ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মগুলিকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।" এই কথার অর্থ মৌলানা সাহেব মনে করিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে যাবতীয় ধর্ম ধ্বংস হইয়া যাইবে। কিন্তু এই রকম মনে করা মৌলানা সাহেবের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আল্লাহতা'লা আঁ-হযরত (সাঃ)-কেও ত এইজন্য পাঠাইয়াছিলেন যে, আঁ-হযরত (সাঃ) দ্বারা যেন অন্যান্য যাবতীয় ধর্মের উপর ইসলাম প্রবল হয়।

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله (صف)

"তিনি সেই আল্লা যিনি তাঁহার রসুলকে হেদায়ত ও সত্য ধর্ম দিয়া পাঠাইয়াছেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহাকে প্রবল করিবার জন্য।"

কিন্তু আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ব্যক্তিগত জীবনে ত সমস্ত ধর্মের সহিত ইস্‌লামের মোকাবেলাই হয় নাই। বরং আঁ-হযরতের জমানা বলিতে কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত জমানাই বুঝায়। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর আগমন ও তো আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জমানারই অন্তর্গত, এবং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জমানাও হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর জমানারই একটা বিশিষ্ট অংশ।

অতএব যেমন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম ধর্মকে জয়ী করার কাজ তাঁহার সমস্ত জমানা কেয়ামত পর্যন্ত ব্যাপিয়া হইবে, এই রকম তাঁহার প্রতিশ্রুত খলিফা হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর কাজও যাহা প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এরই কাজ—মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সমস্ত জমানা অর্থাৎ মসিহে মওউদের আবির্ভাবের পর

কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের ভিতর হইবে। তবে আঁ-হযরতের পর যেমন দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবীতে ইসলাম জয়ী হইয়াছিল, এই রকম হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জমানায়ও দুই তিন শত বৎসরের মধ্যেই ইসলাম সমগ্র পৃথিবীতে জয়ী হইবে। অর্থাৎ মোহাম্মদী জমানার এই বিশিষ্ট অংশে মসিহ মাহ্‌দীর যুগে মোহম্মাদী মিশন সমগ্র পৃথিবী ব্যাপিয়া জয়ী হইবে।

ইবনে জরীর ১৫ জিল্‌দ, ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ذالك عند خروج عيسى ابن مريم -

"সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম জয়ী হইবার কথা ইসা ইবনে মরিয়মের আবির্ভাবের জমানায় পূর্ণ হইবে।"

ইবনে জরীর ২৫ জিল্‌দ ৫৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

عن ابى هريرة فى قوله ليظهره على الدين كله قال حين خروج عيسى -

"আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের জয়ী হইবার কথা ইসা (আঃ) যখন বাহির হইবেন তখন হইবে।"

তফসীর-কবীর ৮ম জিল্‌দ, পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

اذا الظهور لايظهر الا بالاظهار و هو اتمام يريده قوله تعالى اكملت لكم دينكم وعن ابى هريرة ذالك عند نزول عيسى ابن مريم -

"প্রবল করার কথা—আল্লাহ্‌তা'লা প্রবল না করিলে কখনও প্রবল হয় না, ইহার অর্থ পূর্ণ করা; আল্লাহ্‌র কালাম—আজ আমি তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করিয়াছি" এই কথার সমর্থন করে এবং আবু-হুরায়রা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ঈসা (আঃ)-এর নাজিল হইবার সময় হইবে।"

আঁ-হযরত (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ—

انا و الساعة كهاتين (مسلم)

"আমি ও কেয়ামত এই দুইটি আঙ্গুলের মত পাশাপাশি রহিয়াছি।"

সুতরাং মসিহে মওউদ (আঃ)-এর জমানাই অন্যান্য ধর্ম বিনষ্ট হইয়া একমাত্র ইসলাম ধর্মের প্রবল হওয়ার সময়। এবং ইহাই মোহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ছিল। আল্লার অনুগ্রহে সেই জমানা আসিয়াছে। আল্লাহ্‌তা'লা অসত্যের ধ্বংসের স্তূপের উপর সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সূচনা করিয়াছেন হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে পাঠাইয়া। যাঁহাদের জ্ঞানের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহারা দেখিতে পাইতেছেন যে, আর সেই দিন যেন দূরে নয়, যেদিন সমগ্র দুনিয়াতে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব—তথা ইসলামের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।

সুতরাং মসিহে মওউদের জমানা কিংবা রসুল করীম (সাঃ)-এর জমানা বা কোন নবীর জমানা বলিতে অনেক সময় তাহাদের ব্যক্তিগত জীবন বুঝায় না, বরং তাঁহাদের শিক্ষার প্রচার ও প্রচলন থাকাকাল পর্যন্ত সময় বুঝায়।

আর অন্যান্য ধর্ম ধ্বংস হওয়ার এই অর্থ নয় যে, অন্য ধর্মের কোন একজন লোকও পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিবে না, বরং ইহার এই অর্থ যে, অন্যান্য ধর্ম নিতান্ত দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। কোরানের নিম্নলিখিত আয়াতগুলি হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অন্যান্য ধর্মও কেয়ামত পর্যন্তই বাকী থাকিবে।

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (العمران)

"যাহারা তোমার অনুসরণ করিয়াছে তাহাদিগকে কাফেরদের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব।"

واغرينا بينهم العداوة و البغضاء الى يوم القيامة

"আমি ঈহুদী ও নাছারার মধ্যে শত্রুতা নিক্ষেপ করিয়া দিয়াছি কেয়ামত পর্যন্ত।" (মায়েদা)

সুতরাং কেয়ামত পর্যন্ত যে অমুসলমান জাতি বিদ্যমান থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব—

يهلك الله في زمنه الملل كلها

'তাঁহার জামানায় সমস্ত ধর্মকে ধ্বংস করিবেন"—কথার অর্থ—'নির্জ্জীব করিয়া দিবেন" ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।

এই হাদীসের আর একটি কথা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। হযরত নবী করীম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ মওউদ (আঃ)-কে চিনিয়া লইবার জন্য তাঁহার বর্ণ ও আকৃতির কথা বর্ণনা করিয়া উম্মতকে বিশেষ সাবধান করিয়া দিয়াছেন—"فاعرفوه" তাঁহাকে চিনিয়া লইও, যেন তাঁহাকে চিনিতে কোন গোলমাল সৃষ্টি না হয়। কিন্তু আছমান হইতে সশরীরে দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর 'টেক্' লাগাইয়া নামিয়া আসিলে তাঁহাকে চিনিতে গোলমাল হইবার ত কোন আশঙ্কা নাই। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হযরত মসিহে মওউদের সশরীরে আসমান হইতে নামিয়া আসিবার ধারণা ভুল।

ممصرتين—জরদা রঙ্গের কাপড়

হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-দুইখানা জরদা রঙ্গের কাপড় পরিহিত থাকিবেন। দুইখানা জরদা রঙ্গের কাপড় কি তিনি সব সময়ই পরিয়া থাকিবেন? তিনি এই জরদা রঙ্গের কাপড় কখনও বদলাইবেন না? না তাঁর সবগুলি কাপড়ই জরদা রঙ্গের কাপড় থাকিবে? জরদা রঙ্গের কাপড় তিনি এত পছন্দ করিবেন কেন? ইসলাম ধর্মে ত পোষাকের এমন কোন বৈশিষ্ট নাই, তবে কি তিনি হিন্দু সন্ন্যাসী বা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের পোষাককে বেশী পছন্দ করিবেন?

আসল কথা হইতেছে এই যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) প্রতিশ্রুত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, দাজ্জালকেও বয়তুল্লা শরীফের তাওয়াফ করিতে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইস্রায়িলী মসিহ্‌কেও স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন এবং ইস্রায়িলী মসিহ্‌ ও মসিহে মওউদ উভয়ের বর্ণ, আকৃতি ও কেশ ইত্যাদির পার্থক্য স্বপ্নে দেখিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। (বুখারি ও মুসলিম দ্রষ্টব্য)। অতএব স্বপ্নে দেখা বিষয়গুলির যে তাবীর করিয়া অর্থ করিতে হয় ইহা সকলই জানেন, নতুবা দাজ্জালের বয়তুল্লা শরীফের তাওয়াফ স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-কে জরদা রঙ্গের দুইখানা চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখারও তাবীর করিতে হইবে।

হযরত ইব্‌নে সিরীনের تعطير الانام 'তা'তীরুল আনাম' নামক গ্রন্থে ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ—

الصفرة من الثياب كلها مرض وضعف لصاحب الثوب الذى ينسب ذالك الثوب -

অর্থাৎ "স্বপ্নে কাপড়ের রং জরদা দেখা সব সময়ই সেই কাপড় পরিহিত ব্যক্তির রোগ ও দুর্বলতা বুঝায়।"

অতএব, মসিহে মওউদ (আঃ)-কে জরদা রঙ্গের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখার অর্থ, তিনি রুগ্ন হইবেন বৈ আর কিছুই নহে। হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-ও রুগ্ন ছিলেন। সুতরাং এতদ্বারা কাদিয়ানে আবির্ভূত হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর সত্যতাই প্রতিপন্ন হয়।

এই হাদীসের মর্ম—হিন্দু সন্ন্যাসী বা রামকৃষ্ণ মিশনারীদের মত মসিহে মওউদ (আঃ) জরদা রঙ্গের কাপড় পরিয়া থাকিবেন বুঝা, জ্ঞানের অভাব বৈ আর কিছুই নহে। (ক্রমশঃ)

★

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে, আহ্‌মদীয়াত সম্বন্ধে জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	আমাদের শিক্ষা	,, ,,
৩।	ইমাম মাহ্‌দী (আ:)-এর আহ্বান	,, ,,
৪।	আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম	,, হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রা:)
৫।	সুসমাচার	,, আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,, ,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,, ,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,, ,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,, ,,
১১।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,, ,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
১৪।	হোশান্না	,, ,,
১৫।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
১৬।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.